ডোপ টেস্ট স্থগিত ঘোষণা ষড়যন্ত্র বলছেন প্রার্থীরা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

প্রকাশ: ২৭ নভেম্বর ২০২৫ | ০৭:৫৫

| প্রিন্ট সংস্করণ

- অ +

রাজধানীতে গত ২১ নভেম্বর থেকে পরবর্তী দিন পর্যন্ত কয়েক দফা ভূমিকম্পের পর আতঙ্কে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ক্যাম্পাস বন্ধ রয়েছে। আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে সব ক্লাস ও পরীক্ষা। এই কারণ উল্লেখ করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের তপশিলের ক্রম-১১ অনুযায়ী প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের কার্যক্রম স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন। তপশিল অনুযায়ী, আজ ২৭ ও ৩০ নভেম্বর প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের সিদ্ধান্ত ছিল। গতকাল বুধবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসানের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে ডোপ টেস্ট স্থগিতের কথা জানানো হয়। ডোপ টেস্টের নতুন সময়সূচি পরে জানানো হবে।

নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন অনেক প্রার্থী। আগামী ২২ ডিসেম্বর জকসু নির্বাচন পেছাতে একটি মহল ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির ও ছাত্রশক্তি নেতারা। গতকাল ফেসবুকে জবি ছাত্রশিবির সভাপতি ও অদম্য জবিয়ান ঐক্য প্যানেলের ভিপি প্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম বলেন, নির্বাচন পেছানোর পাঁয়তারা করছে একটা পক্ষ। নির্বাচন কমিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের দেখানো পথে হাঁটছে।

একই বিষয়ে জবি শিবিরের সাধারণ সম্পাদক ও অদম্য জবিয়ান ঐক্য প্যানেলের জিএস প্রার্থী আব্দুল আলিম আরিফ ফেসবুকে লেখেন, জকসু নির্বাচন কোনো গোষ্ঠীর খেয়ালখুশির বিষয় নয়, এটা জবিয়ানদের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন। এই নির্বাচনের সঙ্গে আমাদের আত্মমর্যাদা জড়িত। নির্বাচন পেছানোর অপচেষ্টা মানে শিক্ষার্থীদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া। শহীদ সাজিদদের আত্মত্যাগের সঙ্গে বেইমানি করা।

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা জাতীয় ছাত্রশক্তির আহ্বায়ক ও ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান প্যানেলের জিএস পদপ্রার্থী ফয়সাল মুরাদ ফেসবুকে লেখেন, যে বা যারা ষড়যন্ত্র করছেন, সাবধান হয়ে যান। পরাজয়ের ভয়ে নির্বাচন ঠেকানোর চেষ্টা করবেন না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে দিনের পর দিন আন্দোলন করার পর জকসুর নীতিমালা পাস হয়েছে। এটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। নির্বাচন যথাসময়ে হতে হবে।

একই প্যানেলের এজিএস পদপ্রার্থী শাহিন মিয়া বলেন, একটি দল তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নির্বাচন পেছানোর পাঁয়তারা করছে। আমরা দেখেছি, প্রশাসনকে চাপ দিয়ে আগের ডেট পিছিয়ে ২২ ডিসেম্বর করেছিল। তারা চাচ্ছে কোনো অজুহাতে জকসু নির্বাচন পিছিয়ে জাতীয় নির্বাচনের পরে নিতে। কমিশনের কাছে দাবি, ২২ ডিসেম্বরেই নির্বাচন কার্যক্রম সম্পন্ন করুন।

স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী রাকিব বলেন, নির্বাচন কমিশন ডোপ টেস্ট করাবে প্রার্থীদের, এখানে ক্যাম্পাস বন্ধ থাকার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

সিইসি ড. মোস্তফা হাসান বলেন, ছুটির মধ্যে ডোপ টেস্ট করা সম্ভব নয়। অনেকেই বাড়িতে গেছে।

ছাত্রদল সমর্থিত জিএস ও সাংস্কৃতিক সম্পাদককে শোকজ

জকসু নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে ছাত্রদল সমর্থিত জিএস প্রার্থী খাদিজাতুল কোবরা এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী তাকরিম আহমেদকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।